বিনয় মজুমদার প্রণীত

# আঠাশটি কবিতা

রচনাকাল ১৯৯১-৯২

প্রথম ভাগ

## আকাশে অনেক তারা

আকাশে অনেক তারা, একটু আগেই আমি বারান্দায় গিয়ে
দেখলাম তারাগুলি, আমার ধারণা এই—আমি মরে গিয়ে
ভস্মীভূত হয়ে গেলে ওইসব তারাদের কাছে চলে যাব।
এই পৃথিবীতে আর না থাকাই ভালো তার চেয়ে বেশী
আনন্দদায়ক
ওই মহাশূন্যে ঘোরা, অন্তত আমার তাই ধারণা, যেহেতু
আমি প্রায় প্রতি রাত্রে তারাদের দেখি।
আমি তারাদের সৃষ্টি করি নি, আকাশে ওরা আছে।
পৃথিবীও এককালে একটি তারাই নাকি ছিল।

## ঘরে তো এলো না কেউ

ঘরে তো এল না কেউ ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতকালে।
প্রদীপ জ্বালার কেউ নেই ফলে, আকাশের দিকে
চেয়ে ফের মৃত্তিকার দিকে চাই, যা পাই তাকেই
জড়িয়ে ধরি যে আমি, লাঠিকেও জড়িয়ে ধরেছি
লাঠি নাকি রক্ষাকর্তা, এত জোর এ লাঠির ফলে
লাঠি দেবতার কথা ভেবে ভেবে চুপচাপ থাকি।
এবং আমার রাজ্যে আমার প্রধান সেনাপতি
ও আমার রাষ্ট্রপতি ও আমার জনগণ এদের আমি তো
সাঁতার শেখাই ফলে বর্তমানে আমার দলেই
রয়েছে অনেকে এই সমুদ্রে লাইফবয়ে সাঁতার শিখিয়ে
আমার সময় যায়, সন্তরণ-অধ্যাপক আরো
আছে কেউ কেউ এই বজ্রপাতময় পৃথিবীতে।
যেন বা অবিবাহিত শিশু দেখে অচিরেই নিশ্চিত মরণ।

## কল্পনা করার চেষ্টা

কল্পনা করার চেষ্টা করি আমি—একটা গরুর ছটা শিঙ ;
এ দৃশ্য কল্পনা করা সম্ভব হলো না ; একজন
মানুষের বুকে এক হাত আছে গলার নীচেই
এ দৃশ্য কল্পনা করা অসম্ভব বলে দেখা গেল ।
একটি সারমেয়র দুকানের পাশে দুটো হাত
এ দৃশ্য কল্পনা করা কখনো সম্ভব নয়, ফলে
বোঝা যায় যা নেই তা কখনো কল্পনা করা সম্ভব নয় হে ।
শুধুমাত্র যা আছে তা কল্পনায় দেখাই সম্ভব ।
এর বিপরীতভাবে যা সব কল্পনা করি তাই সব আছে ।

## শোনো মদ, শোনো ফুল

শোনো মদ, শোনো ফুল, ঘুমের ভিতরে কাউকেই
খোঁজা তো সম্ভব নয়, অতএব কাউকে খুঁজি না।
ফলে ষড়রিপুগুলি চীৎকার করে ওঠে শুনি
তারা যেন সসম্মানে মৃত্যু অবধিই অঙ্গে রবে।
চীৎকার করে বলে তাড়াতাড়ি আফিম আনো তো,
আনো মদ, আনো গাঁজা, আনো কফি, আনো সিগারেট।
তৎপরিবর্তে আমি এখনো আনতে চাই ভাব
এখনো আনতে চাই পাউরুটি আমার প্রাণের
ভিতরের থেকে এই আমার মুকুর নেই আর।
চীৎকার করে ওঠে ন্যাপিতের দোকানসমূহ
বলে, শোনো, মুকুরে তো ডান হাত হয় বাম হাত।
তবু বুকে ঠাঁই দেয় মুকুরের যেটুকু ক্ষমতা।
শোনো মদ, শোনো ফুল, ঘুমের ভিতরে কাউকেই
খোঁজা তো সম্ভব নয়, অতএব কাউকে খুঁজি না।

## যাদুকর আমি হাতে

যাদুকর আমি হাতে একটি রুমাল নিয়ে তাতে
আগুন ধরিয়ে দিই দেশলাই জেলে।
রুমালে আগুন লাগে, আগুনের বহ্নি দেখা যায় ;
কয়েক সেকেন্ড পরে একখানি বই চাপা দিয়ে
আগুনকে ঢেকে দিই, আগুন নিভিয়ে ফেলি পুস্তকের দ্বারা।
তার পরে দেখালাম রুমাল পোড়ে নি
রুমাল ধবল রঙা আগুনে পোড়ার কোনো চিহ্নমাত্র নেই।

আসলে ব্যাপার হলো গলিত মোমের মধ্যে রুমাল ডুবিয়ে
রুমালকে মোমে ঢেকে আগেই রেখেছিলাম অগ্নি সংযোজন
করার আগেই সেই মোমমাখা রুমালেই আগুন লাগিয়ে দিই আমি।

## মাঘের বিকালবেলা

মাঘের বিকালবেলা জানালার কাছে বসে শুনি
অনেক বিশেষ্য ডাকে ওইখানে গাছে বসে উড়ে।
প্রত্যহই শুনি আমি বিশেষ্যের কাকলি, তবুও
পুরাতন একঘেয়ে লাগে না এদের ডাক কখনো বরং
খুব বিশেষণ লাগে, মুগ্ধ হয়ে কান পেতে শুনি।
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত যেন বাণী নেই শুধু ধ্বনি আছে।
সর্বনাম বসে আছি পশ্চিমের জানালার কাছে।
অব্যয় কাগজ নিয়ে বর্তমানে ক্রিয়াপদ কাঁর।

## আমরা কল্পনা করি

আমরা কল্পনা করি নানা দৃশ্য নানান চেহারা
এ হলো কল্পনালোক, কল্পনালোকের সব প্রাণীরা জীবিত
যাদের কল্পনানেত্রে দেখা যায়, যেমন পরীরা।
ইহলোক, স্বপ্নলোক এবং কল্পনালোক—এই তিন লোক
আমরা দেখছি দেখি। এ ভিন্ন অন্যান্য লোক থাকাও সম্ভব।
একটি ব্যক্তিকে এই স্বপ্নলোকে এবং কল্পনালোকে দেখি,
এমন কি একজন ব্যক্তিকে কল্পনালোকে স্বপ্নলোকে আর ইহলোকে
দেখে থাকি মানুষেরা। ইহলোকে দেখা যদি বন্ধ হয়ে যায়
তাহলেও স্বপ্নলোকে এবং কল্পনালোকে দেখা যেতে থাকে।
তার মানে মরে গেলে মানুষ জীবিত থাকে স্বপ্নলোকে কল্পনালোকেও।

## ধরো যে আমরা যদি

ধরো যে আমরা যদি একটানা একশ বছর
ঘুমোতে ঘুমোতে স্বপ্ন দেখতাম, তার পরে দশটি বছর
জেগে থাকতাম তবে সত্য হতো কোনটি বলো তো।
স্বপ্ন সত্য হয়ে যেত, জাগরণ অপাংক্তেয় হতো।
একথা অনেককেই আগেই বলেছি, স্বপ্ন আর জাগরণ
দুটিই সত্য তা বেশ বোঝা যায়, স্বপ্নলোক আছে
আমাদের এই ইহলোকের মতন হয়ে আছে।
স্বপ্নে দেখা বাড়িঘর লোকগুলি বর্তমান আছে।

## আমার ধারণা ছিল

আমার ধারণা ছিল কেন্দ্রস্থলরূপে সূর্য
পুরো সৌরজগতকে তার
সঙ্গে নিয়ে মহাশূন্যে ধাবমান, সূর্য স্থির নয়।
তাই যদি হয় তবে সূর্য আর পৃথিবী তো একতলবর্তী নয় মোটে,
শঙ্কুর আকারে আছে পৃথিবী ও সূর্যটির যোগরেখাগুলি।
এমত সময়ে শুনি আমার বাঁ কানে কার স্বর
বলছে যে 'সত্য কথা, সূর্য ঠিক এরূপ চলছি।'
রেলগাড়ি চলে গেল দ্রুত বেগে এই রেলগাড়ি
বানাবার বিদ্যা আমি অর্জন করেছিলাম কোনো এককালে।

## আমার টেবিলটিতে

আমার টেবিলটিতে মোমবাতি জেবলে জেবলে এমন করেছি
যাতে এই টেবিলের উপরে মোমের আস্তরণ
পড়ে গেছে, এ টেবিল আর সাফ করা কি যাবে হে ?
আজো মোমবাতি জেবলে কাজে ব্যস্ত আছি।
চারটি লাইন আর তা হলেই হয়ে যায় একটি কবিতা।
তারা নামে একজন মহিলাকে চিনি আমি, আর একজন
মরা নামধেয় লোক, এর থেকে কারো মনে হয় কি মশায়
লোকের নামের সঙ্গে কাজকর্ম ক্ষমতা ইত্যাদি
যুক্ত থাকে—এইরূপ মনে হয় নাকি ?

## দৈর্ঘ্য ভর ও সময়

দৈর্ঘ্য, ভর ও সময় এই তিন এককের কথা
প্রায়শই উচ্চারিত হয় পৃথিবীতে,
যেন আর কিছু নেই এই তিন একক ব্যতীত
অন্যান্য একক নেই এইরূপ কথা শোনা যায়।
আসলে একক বহু আরো আছে নানান একক
যেমন আমার ঘরে মোমবাতিটির
আলোকের পরিমাণ মাপার একক আছে, আরো
শব্দ কত জোর হলো তা মাপার একক রয়েছে
এবং মানুষ-দিন নামেও একক আছে এই পৃথিবীতে।

দ্বিতীয় ভাগ

## এই সীমাহীন

এই সীমাহীন জায়গায়
প্রায়
অনন্ত সময়ব্যাপী উড়ে
আজ আছি পৃথিবীতে জুড়ে।
যেই
দেখলাম এই
শরীর পেয়েছি
হাত পেয়ে গেছি
অমনি আমার মনে হলো
আর সব কাজই ফুরোলো
লেখা শুধু লেখা প্রয়োজন।
আমার জীবন
এইভাবে শুরু হয়ে গেল পৃথিবীতে,
সুরু করলাম আমি লিখে লিখে দিতে।
খাদ্য নয় বায়ু নয় মানুষের আশা
শুধু ভালোবাসা।
যার
মনে অমরার
ভালোবাসা নেই
সেই
নরটিকে নারীটিকে মৃত মনে করি,
তাই আমি ধরি।
যদিও সে হাঁটে
পৃথিবীর শহরে বা মাঠে
তবুও সে মৃতদেহ, অন্য কিছু নয়
এই ভাবি সকল সময়।
তবুও যাহোক
এই বিশ্বলোক

টিকে আছে পরস্পর আকর্ষণ করে
এই আকর্ষণ আছে তারার ভিতরে
এই আকর্ষণ আছে পৃথিবীর পরে।
নারীতে ও নরে
এইরূপ আকর্ষণ থাকা প্রয়োজন।
এই হলো আমার বাচন।
একে বলি প্রেম ভালোবাসা।
আসল তামাসা
আমি একা একা লোক, প্রিয়জন নেই
সেই হেতু এই
পৃথিবীর অগণন মানুষকে অমর করেছি।
ভালোবেসে গেছি
যে নারীকে সেও
নিয়ে নিল তার যা পাথেয়।
স্বামী নয় পুত্রকন্যা নয়
আমার নামের সঙ্গে তার নাম রয়।
আমার হৃদয়ে আছে ঠাসা
এই ভালোবাসা।
ভালোবাসবার
প্রতিযোগিতায় জিতে গেছি আমি আর
ভবে
আমার নামের সঙ্গে তারই নাম উচ্চারিত হবে।
এইভাবে আমি গেছি বেঁচে।
সেই নারী কোথায় থেকেছে
কী করে যে গেছে।
বর্তমানে তার নেচে নেচে
আমাকেই ভালোবাসা ছাড়া আর কোনো গতি নেই।
আমি বুঝি এই
কারণ সে হয়েছে অমরা
অথচ সে দিল্ল না তো ধরা
আমার নিকটে।
এই কথা অতি সত্য বটে।
পুত্র নয় কন্যা নয় কোনো পত্নী নয়
আমাদের মনে মনে রয়
অমরত্ব সকল সময়
এবং বিলয়
পেয়ে যাবে যখন শরীর

এই পৃথিবীর
নরনারীদের
মুখ দিয়ে ঢের
কথা বলে যাব আমি ভবিষ্যতে তার
মানে হলো তখনো আমার
প্রাণ রয়ে যাবে ;
সেই নারী সেও এইভাবে
বেঁচে রবে, যেই
দেখলাম এই
শরীর পেয়েছি
হাত পেয়ে গেছি
তখন ভেবেছি আমি এই মওকায়
এইসব লিখে রাখা যায়।

## এইসব কথা লিখি

এইসব কথা লিখি, আমি বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে এসে।
জমিতে তো খাদ্যশস্য উৎপাদন না করে জমিতে
করছে ফুলের চাষ বছর পনেরো আগে থেকে।
দেশে নাকি অপর্যাপ্ত পরিমাণে ধান উৎপাদন
হয় না তবুও লোকে গ্রামে গ্রামে ফুল চাষ করে
যেহেতু ধানের চেয়ে ফুল বেচে ঢের বেশি টাকা লাভ হয়।
একটি শালিক পাখি উচ্চৈস্বরে ডেকে
আমার তো ধ্যানভঙ্গ করে দিল এখনি এখানে।

## পৃথিবী বিনীত হয়ে

পৃথিবী বিনীত হয়ে গেছে খুব বুঝি
তবু সোজাসুজি
পৃথিবীর এ বিনয় ইতিহাসে রবে
আপন গৌরবে।
কোথাও তো যুদ্ধ নেই আজ পৃথিবীতে।
বসন্তের শীতে
মোমবাতি জ্বেলে
আমার সেকেলে
ছন্দে সুরে ভাবি আমি আজ—
এই মোমবাতিটির আগুনের মতো পূত মানবসমাজ।
ধীরে ধীরে চলে গেছে সব মহারাজ
সেরে নিয়ে যার যার কাজ।
যুদ্ধ না থাকুক খুন আছে
দূরে আর কাছে ;
পৃথিবীর এ সকল অবিনয় আজো
দেখে যায় মানবসমাজও।
খুন হওয়া মৃতদেহ কাঁধে বয়ে নিয়ে
ওই পথ দিয়ে কারা চলেছে এগিয়ে।
এই খুন হওয়া
আর কাঁধে বওয়া
লোকটির শ্রাদ্ধের সময়ে
মন্ত্র পড়ে যাবে তার আপন আলয়ে
'মধুর বাতাস বয়ে যায়
সিন্ধু থেকে মধু ঝরে…' আমরা কোথায়
চলেছি মৃত্যু কি তবে হাস্যকর কিছু,
আনন্দের কথা নাকি মৃত্যু, আগুপিছু,
ভেবে ভেবে কূলে বা কিনারা
না পেয়ে আমরা আজো যারা
বেঁচে আছি তারা
দিয়ে যাই জীবন পাহারা।
ডুবে গেছে আজ রবি—তারো চেয়ে অধিক বিনয়
পৃথিবীতে এই এক অনিন্দিত জয়।

## স্মৃতি

মাথার ভিতরে তবু রয়ে যায় কবেকার স্মৃতি।
যৌবনে কেবলি আমি বটানিক উদ্যান দেখেছি—
নানান দেশের সব ফুল একত্রিত হয়ে আছে সেইখানে।
তবুও আমার ভাগ্যে কোনোদিন স্বর্ণভস্ম জোটে নি জোটে নি।
অথচ সারাজীবন নানাভাবে হীরক কেটেছি ;
অপরের অঙ্গুরীয়ে সেসব হীরক জাদুবলে
চলে গেল, বটানিক উদ্যানের ফুল থেকে সন্তান চারাও হয়ে গেছে।
গোলাপী নীলাভ লাল চিরন্তন সেইসব স্মৃতি।

## কে বলে আমরা সব

কে বলে আমরা সব পশুর চেয়েও বেশি অসভ্য ইতর ?
দ্যাখ এক বোমা ফেলে এক লক্ষ মানুষ মেরেছি।
এত বড় বৈজ্ঞানিক আমরা সকলে মাসে এক লক্ষ টাকা
বেতন পাই তো আমি। তোমার বেতন মাসে দুহাজার টাকা।
তোমরা বানাও দেখি এরকম বোমা যাতে দুহাজার মানুষ মরবে।
পার না বানাতে ফলে তোমরা কিছুই নও, সভ্য আমরাই।
মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি এত বেশি বাড়িয়ে ফেলেছি।
তোমরাই অশিক্ষিত সেহেতু শান্তির বুলি আওড়াও বসে।

## বয়স বাড়লে ফল

বয়স বাড়লে ফল পেকে যায় ফলে আমি বুঝি
আমার সারাজীবনে একটি নারীও আমাকে তো
ভালোই বাসে নি যথা হরিদাস পালকে বাসে নি,
কাচি দিয়ে ছেটে ফেলে হরিদাস পালকে নারীরা।
কিম্বা যথা বোঝা যায় অবাঙমনসোগোচরকে
ভালোবাসা অসম্ভব, কিছুই যায় না যার বোঝা।
আমি আজ পৃথিবীর মতো হয়ে গেছি
পুরোটা মৃত্তিকা, পুরো পৃথিবীই আমি।

## আত্মহননের দিকে

আত্মহননের দিকে যাই কারা, কারা যাই ভেসে
আকাশগঙ্গায় আজ হাতে নিয়ে গুঢ় ধূমকেতু ?
ছুঁড়ে ফেল ছুঁড়ে ফেল রব ওঠে বিশ্বাকাশময় ;
তবুও আমরা নেশা করি আজো সকল সময়।
খাঁচা ভেঙে পালিয়েছি ছয়দিন ছিলাম বাহিরে ।
সেই যে উপরওয়ালা তার ইচ্ছা পূর্ণ হল ফের—
দেখা গেল আমি ফের বন্ধ সেই আবিষ্ট খাঁচায়।
আমি রাহু চাঁদ খাই, চাঁদও শেষে হয়ে গেল বুড়ি।
কায়ক্লেশে খাই আমি সীমাহীন স্থানের খিচুড়ি।
বহু ধূমকেতু আছে এইখানে আমার নিকটে।
হঠাৎ এসব ভাবি সীমাহীন স্থানে বসে একা।
আমরা আগুন নিয়ে খেলা করি দু ঠোঁটের ফাঁকে।
খুব ভালো মিল হতো সেই এক শব্দে ও আমাকে।
আত্মহননের দিকে যাই কারা, কারা যাই ভেসে ?

## আমার নিকটে আর

আমার নিকটে আর রচনারা বিশেষ আসে না।
যাও আসে তারা সব দাদা দাদা বলে ডাকে এখন আমাকে।
একদা যেসব কথা লিখেছি সেগুলি পাশে নিয়ে
শুয়ে থাকে পিপড়েরা শুয়ে থাকে উইপোকাগুলি।
পোকাকাটা সেইসব রচনাসমূহ তবু আমার একথা বলে লোকে।
সেই সব পুরাতন বিরহবেদনাগুলি মুখস্ত রেখেছি
এখনো অনেকগুলি, ঘন ঘন বিরহের মুখ ভেসে ওঠে।
আমার এ বর্তমান রচনাসমূহ তবু বুঝি
নিশ্চিতই মদিরার মতন বিস্বাদ লাগে পানের সময়ে।

## মাঝে মাঝে রাত্রিবেলা

মাঝে মাঝে রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে
ভাবি যে 'আমার তৈরী কুকুর ডাক তো'।
তার পরে কান পেতে থাকি আমি কুকুর ডাকে না।
এর পরে ফের ভাবি 'দশ গোনবার
ভিতরে নিকটে কোনো কুকুর ডাক তো'।
দশ গুনে যাই তবু কুকুর ডাকে না।
কিন্তু তবু মাঝে মাঝে বছর বছর
ভাবি যে 'আমার তৈরী কুকুর ডাক তো'।

## মন্দিরেও আবর্জনা

মন্দিরেও আবর্জনা জমে বহু প্রতিদিন দেখি।
সেইসব আবর্জনা আমার হৃদয় থেকে ঝাট দিয়ে বার করি আমি।
যেন শিশু সেইসব আবর্জনা নিয়ে খেলা করি ;
যেন বা পূজারী সেই আবর্জনা মেখে নিই আমার ললাটে ;
যেন পাখি আবর্জনা নিয়ে যাই বাসা বাঁধবার
নিমিত্ত, এসব আমি নিজেই করছি বর্তমান
মুহূর্তেই, এইসব আবর্জনা পচে ক্রমে মাটি হয়ে যাবে।
হয় তো বা সেই মাটি দিয়ে কেউ ভবিষ্যতে দেবতা বানাবে।

## মনে রেখ মনে রেখ

মনে রেখ মনে রেখ বলে কোনো লাভ আছে ন্যাকি ?
মুকুরের সম্মুখের থেকে সরে গেলে আর মুকুরের বুকে
চিহ্নই থাকে না কোনো। মুকুরকে জাদুবলে আমি
পায়রা বানিয়ে নিয়ে দেখি এ পায়রা আমাকে তো
চিনতে সক্ষম হয়। এই চেষ্টা ফলবতী হয়ে গেছে কবে।
এক মন্দিরের দ্বারে লেখা আছে তোমার এবং
আমার নামটি তবু এ মন্দিরে তুমিও থাকো না
আমিও থাকি না কিন্তু মন্দিরে তো আমাদের বিগ্রহ রয়েছে।
এই কথা জেনে নাও সুদূর আমেরিকাতে বসে।

## কিলবার্ন কোম্পানির

কিলবার্ন কোম্পানির অফিস দেখেই আমি লাফ মেরে উঠি,
তাড়াতাড়ি চলে আসি এই গ্রামে শিমুলপুরেই।
সে অনেক বৎসর আগেকার কথা তার পরে
তেরশ আটানব্বুই বঙ্গাব্দের ফাল্গুন এখন
আমার হাতের কাছে কোলগেট টুথপেস্ট,
বাম হাত দিয়ে আমি ধরি
এ টুথপেস্টের এই টিউবকে এবং তখন
মনে আসে সে যুবতী নারীটির কথা
সে তো বলেছিল এই চারমিনারের
মানে তো, বিনয়বাবু, আসলে ইনার চার্ম
সে যুবতী এতদিনে বৃদ্ধা হয়ে গেছে

## শব্দ দিয়ে সাগরের

শব্দ দিয়ে সাগরের গভীরতা আজো মাপা হয়।
প্রশান্ত হৃদয়ে আমি বসে আছি, আমি ও কল্পনা।
এককালে সে তো ছিল বাঙলায় আমার কোণেই।
তুড়ি মেরে বৌদ্ধ হয়ে সবাক কল্পনা হয়ে গেল!
অনুমানে বোঝা যায় বহু আগে হয়ে গেছে মাছ।
নাকি ইতিমধ্যে সে কি ঠাকুরমাছই হয়ে গেছে?
শব্দ দিয়ে সাগরের গভীরতা আজো মাপা হয়।
প্রশান্ত হৃদয়ে আমি বসে আছি, আমি ও কল্পনা।

## ভাবতে আমার খুব

ভাবতে আমার খুব কষ্ট হয়, পৃথিবীটি গোলাকার এই
কথা ভাবা কষ্টকর, অথচ আকাশে সূর্য চাঁদ
উভয়েই গোলাকার উভয়েরই সব পাশ ফাঁকা,
উভয়ে কোনোকিছুর সহিত ঠেকানো নেই
সব দিকে শুধু শূন্যস্থান।
আমাদের পৃথিবীও এরকম চাঁদ আর সূর্যের মতন।
এই কথা জানি আমি জানে পৃথিবীর
সকল মানুষ, তবু আমেরিকা সিধে
পায়ের নীচের দিকে পৃথিবীটি গোলাকার বলে
এই কথা ভেবে নিতে আমার কেবলই কষ্ট হয়।

## জনৈক যুবাকে আমি

জনৈক যুবাকে আমি বুঝিয়েছিলাম
আমাদের বৃদ্ধদের হৃদয়ে আনন্দ আছে তার
কারণ আমরা যারা বৃদ্ধ তারা জীবনের সব
কাজকর্ম শেষ করে ফেলেছি আগেই
আমাদের আর কোনো কাজ নেই, ভালো হোক মন্দ হোক
এইসব কাজ
আমাদের বৃদ্ধদের করা সারা। আর তোমাদের
যুবাদের সম্মুখেই পড়ে আছে ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট আগামী ;
করবে কী চাকরি না ব্যবসায় নাকি সাহিত্যিক
হবার বাসনা আছে মনে মনে, কী যে হবে কিছুই জানো না।

## বসে জানালার পাশে

বসে জানালার পাশে দেখি যে বরুণ আসে
নিজের বাড়ির অভিমুখে।
হাতে তার কেরোসিন তেলের একটি টিন
বরুণ রয়েছে বেশ সুখে।
আমিও তো সুখে আছি বরুণের কাছাকাছি
একা একা আমার বাড়িতে।
আজ এই দুপুরের সময়ে পাখিরা ঢের
ডাকছে যে যার মতো গীতে।
সীমাহীন জায়গায় আমরা রয়েছি হায়
কোনো কিছু দেখা তো হলো না
ওই চাঁদ ওই তারা রয়েছে কেমনধারা
কত দূরে কেহই জানো না।
তাহলেও ধরণীতে ঘুরি ফিরি শোধ দিতে
যেন কার দেনা আগেকার।
দেখা হয় দিনে রাতে পরিচিতদের সাথে
এটাই তো অবাক হবার
কারণ ও সীমাহীনে পথ ঠিক চিনে চিনে
দেখা করি ভেবে দেখ আর
পাখিরাও রাতে দিনে এই নীল সীমাহীনে
পথ চেনে কোন বাসা কার।

## বৃহৎ হীরক

বৃহৎ হীরক বলে অবশেষে ক্রমে ক্রমে পৃথিবীবিখ্যাত।
এই কথা জেনে নিয়ে সে কি খুশি হয় ?
কখনো বা ফুলবনে কখনো বা নগরীর ভীড়ে
অথবা পুস্তকালয়ে গিয়ে তার হীরকের কথা মনে পড়ে ?

আমি তাকে সঙ্গে নিতে পারিনি তখন,
শুধু তার নামটিই সঙ্গে রেখে গেছি ;
অক্ষরের সাহায্যেই তার চিত্র সর্বদা এঁকেছি।
তার দিব্য হাসি আজো মনে পড়ে। তার মনে পড়ে
ভাঙা চশমার ডাটা আঠা দিয়ে জোড়া ?
এবং আমার বিশ্বসৃষ্টির মহড়া ?

তার যোগ্য আমিই তো তখনি ছিলাম।
সেই কথা বোঝে নি সে, কী আশ্চর্য, একথা বোঝাতে
বুড়ো হয়ে গেছি।
বেঁচে গেছি, বেঁচে গেছি, আমি তো ফোকটে।
মনে তবু ব্যথা বাজে, কী যে হতে পারত যদি সে
টের পেত গুণাবলী এবং ক্ষমতাবলী আর ভবিষ্যৎ
সে কি বেছে নিত এই পথ ?

সহজ হয়েছি আমি, বাধ্য হয়ে সহজ হয়েছি।
রোগে ভুগে ভুগে ক্রমে মনে আর জটিলতা নেই ;
জটিল বাক্যও নেই মনে আর, ফুল
চাঁদ আরো নানা কিছু দেখলেই তাকে মনে পড়ে।
আমি কবে পড়ে যাব অসময়ে ঝড়ে।
করেছি তো ডালা সৃষ্টি, তাস সৃষ্টি, মুকুট সৃষ্টিও
বোঝা যায় এতদিনে আমি তার প্রিয়।
এত কাল চলে গেল। ভেবে ভেবে অবাক হয়েছি।

আমাকে তারারা বলে 'বিনয়দা, বেদনা ভুলুন,
প্রেম হলো নুন।'
আমিও নিজেকে তাই বলি
তারাদের কথা মতো চলি।